দৈনিক ইত্তেফাক
25
তারিখ 31 MAR 1996
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৮

৪ হাজার পরীক্ষার্থীর ফলাফল বহাল রাখার আবেদন

স্বনামধন্য দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় গত ৭/৩/৯৬ তারিখে চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত কুমিল্লা বোর্ডের ৪ হাজার পরীক্ষার্থীর ফলাফল বহাল রাখার জন্য মৌলবীবাজার সরকারী কলেজের কয়েকজন ছাত্রের আবেদনটি পড়িয়া তাহাদের প্রতি এবং ইত্তেফাক গোষ্ঠির প্রতি আমি একজন ভুক্তভোগী অভিভাবক হিসাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। সেই সাথে ষ্টার মার্কসহ বিভিন্ন বিভাগে এস,এস,সি পাসকৃত ৪ হাজার তরুণ-তরুণীর শিক্ষাজীবনের পঙ্গুত্ব এবং আমাদের মত দরিদ্র ৪ হাজার উদ্বিগ্ন অভিভাবকের আর্থিক দুর্গতির বিষয়টি বিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি। কেননা, কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই পরীক্ষার্থীদের যথারীতি এডমিট কার্ড প্রদানপূর্বক পরীক্ষা গ্রহণ করতঃ ৩ মাস পর ফলাফল ঘোষণা করেন। ইহার ৪ মাস পর গত ডিসেম্বর মাসে উক্ত ৪ হাজার পরীক্ষার্থীর ফলাফল বাতিল করা হয়। ইহার পিছনে কোন কারণ কাজ করিতেছে তাহা আমরা অভিভাবকেরা জানি না। ইত্তেফাকে প্রকাশিত সংবাদ পড়িয়া তাহা জানা গেল। উক্ত অভিযোগে প্রায় ২ শত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সরকারী অনুদান নাকি বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু উক্ত দুর্নীতির সহিত জড়িত কুমিল্লা বোর্ডের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর এতটুকুও শাস্তি হইয়াছে এমন খবর জানা গেল না। অথচ বোর্ডের অনেক উর্ধতন কর্মকর্তা হইতে পিয়ন পর্যন্ত দীর্ঘদিন যাবৎ এ ধরনের দুর্নীতির সহিত জড়িত বলিয়া এখন শোনা যাইতেছে। যাহা হউক, আমাদের আবেদন, ৪ হাজার পরীক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনে আশার আলো এবং অভিভাবকদের আর্থিক ও মানসিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

মোঃ হাবীবুর রাসুল; টি, টি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।